نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد

ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তন প্রসঙ্গে মুস্তাফতীর জবানবন্দী।

বরাবর,

আল্লামা ড. সাইয়্যেদ মুফতি মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আব্বাস সিদ্দিকী (পীর সাহেব জোনপুরী হুজুর)
আমরা কয়েকজন দ্বীনি ভাই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি আমাদের জানার বিষয় হল।

আপনি অবশ্যই অবগত আছেন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে এর পাশাপাশি এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার পায়তারা করা হচ্ছ। আর এর পিছনে ইহুদি খ্রিস্টান ও কাফের মুশরিক নাস্তিকরা পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিগত দিনে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতে কখনো সংস্কৃতির নামে আবার কখনো (Freedom of speech) বাক স্বাধীনতার নামে বা (Freedom of Expression) মুক্তচিন্তার নামে বিভিন্ন সময় ইসলাম বিদ্বেষী অনেক বিজাতীয় সংস্কৃতি তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের উপরে চাপাই দিয়েছে এবং তারা যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেছে তা আমাদের অনেকেরই জানা।
চাপিয়ে

তবে এখন একটি নতুন বিষয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বা আমাদের সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংসদে বিল পাস করে আমাদের দেশের জনগণের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে আর সেটা হল (ট্রান্সজেন্ডার) ইতিমধ্যে এই বিজাতীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংসদে বিল পাস করে বৈধ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অনেক রাষ্ট্র প্রধান ও সংসদ সদস্যরা না বুঝে এ বিষয়টিকে সমর্থন করেছে। এবং পরবর্তীতে তাদের ভূল বুঝতে পেরে তা বাদ দিয়েছে।

এই ইসলাম বিদ্বেষী বিজাতীয় সংস্কৃতি যদি কোনভাবে বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা হয়। তাহলে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থা নয় এদেশের শিক্ষা সমাজ ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দেশের মানুষ ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্র জীবনে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে ও দেশের মানুষ চারিত্রিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাবে।

তাই আমরা আপনার কাছে ফাতাওয়া আকারে জানতে চাই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে (ট্রান্সজেন্ডার) বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা শরীয়ত সম্মত কিনা। যদি এটা হারাম বা অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে সেটা ফতোয়া আকারে এদেশের সকল হক্কানী আলেম ওলামা পীর মাসায়েকদের কাছে পাঠিয়ে দিতে চাই যাতে করে দেশের মানুষ এবং আলেম-ওলামা সমস্ত মসজিদের ইমাম ও খতিবগন সবাই যেন সতর্ক থাকে। এবং জাতীকে এই ব্যপারে সর্তক করে।

নিবেদক

ইসলাম প্রিয় দ্বীনদার ঈমানদার মুসলমানগণ

الجواب بإسم ملهم الصدق والصواب

قال الله تعالي:

لعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِيبا مَّفۡرُوضا﴾ [النساء ١١٨]
﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ {سورة النساء: ١١٩}

وقال أيضا:

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ {سورة الروم: ٣٠}

الحديث الشريف:

عن عبد الله بن مسعود (رضـ) قال قال رسول الله ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعالى مالِي لا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وهو في كِتابِ اللَّهِ: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]
الراوي: عبدالله بن مسعود صحيح البخاري (٥٩٣١) أخرجه مسلم (٢١٢٥)

উত্তর :

মুস্তাফতীদের স্বীকারোক্তিতে যে বিষয়টি উনারা উল্লেখ করেছেন (ট্রানজেন্ডার) অবশ্য সে ব্যাপারে আমার আগেই ধারণা ছিল তারপরও বিষয়টি আরো স্পষ্ট হলাম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদেরকে দুইভাবে বিকষিত করেছেন। যেমন: পুরুষ ও নারী জাতি। এবং প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শারীরিক গঠন দান করেছেন আর এই শারীরিক গঠন পরিবর্তন করার মানে হলো আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা যেটা ইসলামী শরীয়তে অকট্য ভাবে হারাম ও নাজায়েজ কারণ আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের ব্যাপারে কোরআন ও সুন্নাহে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং ভয়াবহ হুশিয়ারিও এসেছে।

অতএব Transgender বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ হারাম নাজায়েজ কাজ চাই সেটা সার্জারির মাধ্যমে হোক অথবা কোন মেডিসিন ব্যবহারের মাধ্যমে হোক কিংবা বেশ ধরে বা মনের ভাবনায় হোক সর্বস্থায় তা হারাম ও নাজায়েজ। কারণ আল্লাহর সৃষ্টি মধ্যে রদ-বদল বা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। এইটা সম্পূর্ণ হারামা ও নাজায়েজ কাজ।

আর এই Transgender বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা এটা কওমে লুতের বা সমকামিতার সাথেও সামঞ্জস্য রাখে আর পূর্বে যারা সমকামিতায় বিশ্বাসী ছিল তাদের উপরে সরাসরি আল্লাহপাক আজাব গজব ও লানত বর্ষণ করেছেন।

অতএব দেশবাসীর কাছে আমার অনুরোধ বিশেষ করে এদেশের আলেম-ওলামা পীর-মাশায়েখ ৮ও ইসলামিক স্কলারদের কাছে এবং মসজিদের ইমাম ও খতিবদের কাছে এ বিষয়টি জাতির কাছে স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং জাতিকে সতর্ক করার জন্য যাতে করে কখনো পশ্চিমাদের এমন বিজাতীয় সংস্কৃতি এই বাংলার জমিনে বাস্তবায়িত না হয়।

আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে Transgender কি? অনেকেই না বুঝে ভুল করে।

মূলত বিষয়টি হলো transgender বা লিঙ্গ পরিবর্তন এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কাফের মুশরিকদের পরিকল্পিত চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র অনেকেই না বুঝে এটা (ট্রানজেন্ডারকে) হিজড়া বা থার্ড জেন্ডার মনে করে ভুল করে তখন আর বিষয়টি গুরুত্ব দেয় না। যার কারণে দেশ ও জাতি ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখিন হয়। মূলত হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার এক নয় দুটো আলাদা বিষয়।

হিজড়া হল একটি জন্মগত বা বায়োলজিক্যাল জেনেটিক সমস্যা ল্যাব টেস্ট (জেনেটিক ও বায়োকেমিক্যাল) করে এটা প্রমাণ করা যায়।

কিন্তু ট্রানজেন্ডার হল আত্ম-অনুভূত (self-perceived) মানসিক অবস্থা যার সাথে জন্মগত লিঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই।

অর্থাৎ একজন ছেলে বা মেয়ে নিজেকে ভুল দেহে আটকা পড়েছে বলে মনে করা।

এর মানে একজন ছেলে যদি মনে করে সে এখন থেকে মেয়ে তাহলে তার পরিচয় এখন থেকে মেয়েই হবে এমনকি তার আইডি কার্ড থেকে শুরু করে শিক্ষা-দিক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য ওটা বসা বিবাহ সাদি সবকিছু সে মেয়েদের মতো করবে এটা নাকি তার অধিকার। এমনকি তার বিপক্ষে যে অবস্থান করবে বাবা হোক মা হোক তার বিরুদ্ধে মামলা হবে। এটা কত বড় জঘন্য ও ভয়াবহ ইসলামবিদ্বেষী বিজাতি সংস্কৃতি সেটা কল্পনাও করা যায় না।

দেশে ট্রান্সজেন্ডার সামাজিকীকরনে হবে ভয়াবহ বিপর্যয়।

ট্রান্সজেডার নিয়ে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, এতে সমস্যা কী, সবাই তো আর এক রকম হয় না। ওদের সংখ্যাই বা আর কত। তারা তো আমাদের কোনো সমস্যা করছে না। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। পশ্চিমা দেশগুলোতে এই মতাদর্শ পলিসি বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্য এবং আইনগত সমস্যা গত কয়েক বছরে অনুধাবন করা যাচ্ছে।

এই জাতীয় সংস্কৃতি দেশে বাস্তবায়ন হলে দেশের জনগণ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে।

১ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টন নিয়ে তৈরি হবে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা।

২ নারীরা শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে চাকরি-বাকরিরসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের শিকার হবে।

৩ নারীরা জেলখানায় হোস্টেল টয়লেটে এবং বিভিন্ন স্থানে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের শিকার হবে।

৪ দেশে মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হবে।

৫ খেলাধুলা এমনকি বিউটি কনটেস্ট প্রকৃত নারীরা বৈষম্যের শিকার হবে।

এ দেশের জনগণ এমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন আর করার কিছু থাকবে না অতএব দেশের সমস্ত আলেম উলামা পীর মাশায়েখদের কাছে আমার উদাত্ব আহ্বান আপনারা বিষয়টি ভালোমতো বুঝে সর্বস্তরের মানুষকে সতর্ক করুন যাতে করে এই বি জাতীয় সংস্কৃতি দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম বাংলাদেশে বাস্তবায়িত না হয় এজন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

أدلة الشرعية

পবিত্র কোরআন কারীমের আলোকে ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তন করার বিধান।

Transgender বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা মানে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা। আর আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করাকে আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِيبا مَّفۡرُوضا [النساء ١١٨]

{وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} {سورة النساء: ١١٩}

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা তাহার (শয়তানের) উপরে লানত করেছেন। আর শয়তান বলেছে, অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে বাছাই করব। (সূরা আন নিসা-১১৮)

অর্থ: আমি (শয়তান) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব **এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব**। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (আন নিসা-১১৯)

এই আয়াতে কারীমা থেকে বুঝা যাচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা রদবদল করা শয়তানের কাজ।

التفسير الكبير للفخر الدين الرازي - ج/٤ ص/٢٢٣

حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر، وذكروا فيه وجوها-

الأَوَّلُ: قالَ الحَسَنُ: المُرادُ ما رَوى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الواصِلاتِ والواشِماتِ قالَ: وذَلِكَ لِأنَّ المَرْأةَ تَتَوَصَّلُ بِهَذِهِ الأفْعالِ إلى الزِّنا.

الثَّانِي: رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ، وشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، وعِكْرِمَةَ، وأبِي صالِحٍ أنَّ مَعْنى تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ هَهُنا: هو الإخْصاءُ، وقَطْعُ الآذانِ، وفَقْءُ العُيُونِ؛ ولِهَذا كانَ أنَسٌ يَكْرَهُ إخْصاءَ الغَنَمِ، وكانَتِ العَرَبُ إذا بَلَغَتْ إبِلُ أحَدِهِمْ ألْفًا عَوَّرُوا عَيْنَ فَحْلِها.
الثّالِثُ: قالَ ابْنُ زَيْدٍ هو التَّخَنُّثُ، وأقُولُ: يَجِبُ إدْخالُ السَّحّاقاتِ في هَذِهِ الآيَةِ عَلى هَذا القَوْلِ؛ لِأنَّ التَّخَنُّثَ عِبارَةٌ عَنْ ذَكَرٍ يُشْبِهُ الأُنْثى، والسَّحْقَ عِبارَةٌ عَنْ أُنْثى تُشْبِهُ الذَّكَرَ.

وجاء فى القرطبى: ج/٣ ص/٣٤٢

وفي حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة او نقصان

وجاء فى القرطبى عن خصاء الآدمي :

وأما الخصاء في الآدمى فمصيبية، فأنه إذا خصى بطل قلبه وقوته، عكس الحيوان، وانقطع نسله المأمور به في قوله ﷺ (تناكحوا تناسلوا فإنى . مكاثر بكم الأمم) ثم إن فيه ألما عظيما ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس، وكل ذلك منهي عنه

وجاء في موضع آخر في القرطبي: ج/٣ ص/ ٣٤٠

ثم هذه مثلة، وقد نهى النبي ﷺ عن المثلة، وهو صحيح، وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصى من الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يشتروا منهم لم يخصوا ولم يختلفوا أن خصاء بنى آدم لا يحل ولا يجوز، لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود، قاله أبو عمر

وجاء في موضع اخر فى القرطبى: ج/ ٣ ص/ ٣٣٨

فليغيرن خلق الله قال معناه ابن عباس وانس وعكرمة وابو صالح وذلك كله تعذيب للحيوان وتحريم وتحليل بالتغيان-

وجاء في روح المعاني :ج/ ٦ ص/ ٢٩٢

(وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) مُمتثلين به بلا رَيْب (خَلْقَ اللَّهِ) عن نهجه صورة أو صفة، ويندرج فيه ما فعل مِن فَقْء عينٍ فَحْل الإبل إذا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه، ويُقال له: الحامي، وخصاء العبيد، والوشم، والوشر، واللواطة والسحاق، ونحو ذلك، وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة مثلاً، **وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام، واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله سبحانه زُلْفَى**

২/ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা রুমের ৩০ নং আয়াতে বলেন

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ {سورة الروم: ٣٠}

অর্থ আপনি একনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (আর রুম - ৩০)

وجاء في القرطبي: ج/٧ ص/ ٣٥٦

قال عكرمة وروي عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أن المعنى لا تغيير خلق الله من البهائم ان تخصى فحولها فيكون معناه أن النهي عن خصاء الفحول من الحيوان

وقال القرطبي: (ج/٦ ص/ ٢٩٣)

والخصاء في بني آدم محظور عند عامة السلف والخلف، وعند أبي حنيفة رحمه الله يكره شراء الخصيان واستخدامهم وامساكهم؛ لأن الرغبة فيهم تدعو إلى إخصائهم. **وخُص من تغيير خلق الله تعالى الختان**، والوشم لحاجة، وخضب اللحية، وقص ما زاد منها على السنة، ونحو ذلك

৩/ আল্লাহ পাক সুরাতুন নিসার ১৬ নং আয়াতের মধ্যে বলেন

﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

অর্থ তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (আন নিসা - ১৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ) তাফসীর মাযহারিতে কওমে লুতের আলোচনা করতে যেয়ে সমকামীর শাস্তির ব্যপারে ইমামদের মতামত পেশ করেছেন: অধিকাংশ ইমামগণ সমকামীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড বলে উল্লেখ করেছেন:

وجاء في تفسير المظهري (ج/٢ ص/ ٤٥)

عن عطاء وقتادة فعيروهما باللسان اما خفت الله اما استحييت الله وقال ابن عباس هو باللسان واليد يؤذى بالتغيير وضرب النعال وعلى تقدير كون المراد بهذه الاية الزاني والزانية يشكل أنه ذكر فى الاية الاولى الحبس وذكر فى هذه الاية الإيذاء فكيف الجمع فقيل الاية الاولى فى الثيب وهذه فى البكر وقيل هذه الاية سابقة على الاولى نزولا كان عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس ثم الجلد والظاهر عندى **أنّ المراد باللذان يأتيان الفاحشة الرجال الذين عملوا عمل قوم لوط وهو قول مجاهد وحينئذ لا إشكال والإيذاء غير مقدر فى الشرع فهو مفوض الى رأى الامام كذا قال ابو حنيفة رحمه الله يعزرهما الامام على حسب ما يرى ومن تعزيره إذا تكرر فيه الفعل والتعزير ولم ينزجر ان يقتل عند ابى حنيفة محصنا كان او غير محصن سياسة قال ابن همام لا حدّ عليه عند ابى حنيفة لكنه يعزر ويسجن حتى يموت ولو اعتاد**

اللواطة قتله الامام وقال مالك والشافعي واحمد وابو يوسف ومحمد اللواطة يوجب الحد فقال مالك واحمد فى اظهر الروايتين وهو أحد اقوال الشافعي حدّه الرجم بكل حال ثيبا كان او بكرا وفى قول للشافعى حدّه القتل بالسيف وأرجح اقوال الشافعي وهو قول ابى يوسف ومحمد ورواية عن احمد ان حدّه حدّ الزنى يجلد البكر ويرجم المحصن لانه فى معنى الزنى لانه قضاء شهوة فى محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء بل هو أشدّ من الزنى لانه حرمته منتهية

হাদিস শরীফের দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রানজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তনের বিধান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস পাকে এরশাদ করেছেন কোন নারী পুরুষের মতো বা কোন পুরুষ নারীর মতো বেশ ধরতে পারবে না সাজ সজ্জা করতে পারবে না যে এই কাজ করবে তার উপরে আল্লাহর লানত।

যেখানে হাদীস শরীফে এত কঠিন হুঁশিয়ারি শুধু সাজসজ্জা বা বেশ ধরার ক্ষেত্রে তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত বা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা হারাম বা অবৈধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেমন:

وجاء فى صحيح البخارى: رقم (٥٨٨٦)

عن عبد الله بن عباس (رضـ) قال لَعَنَ النبيُّ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّساءِ، وقالَ: أخْرِجُوهُمْ مِن بُيُوتِكُمْ قالَ: فأخْرَجَ النبيُّ ﷺ فُلانًا، وأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا-

الراوي: عبدالله بن عباس • البخاري، صحيح البخاري (٥٨٨٦) صحيح

অর্থ: ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষ হিজড়াদের উপর এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুককে বের করেছেন এবং 'উমার (রাঃ) অমুককে বের করে দিয়েছেন। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৫৮৮৬)

وجاء فى صحيح البخارى: رقم (٤٣٤) (٥٩٣١)

قالَ عبدُ اللهِ: لَعَنَ اللهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ تَعالى مالِي لا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ النبيُّ صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهو في كِتابِ اللهِ: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧].

الراوي: عبدالله بن مسعود • البخاري، صحيح البخاري (٥٩٣١) أخرجه مسلم (٢١٢٥)

অর্থ আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'উদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক সে সব নারীদের উপর যারা শরীরে উল্কি অঙ্কণ করে এবং যারা অঙ্কণ করায়, আর সে সব নারীদের উপর যারা চুল, ভ্রু তুলে ফেলে এবং সে সব নারীদের উপর

যারা সৌন্দর্য্যের জন্যে সম্মুখের দাঁত কেটে সরু করে, দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে, যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে। রাবী বলেনঃ আমি কেন তার উপর অভিশাপ করব না, যাকে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ করেছেন? আর আল্লাহর কিতাবে আছে "রসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর।" (সূরাহ আল-হাশর ৫৯ : ৭) (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪৯৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৩৯৪) (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৯৩১)

وجاء فى صحيح البخارى: رقم (٤٣٢٤)

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ ﷺ وعِندِي مُخَنَّثٌ، فَسَمِعْتُهُ يقولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ: يا عَبْدَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَعَلَيْكَ بابْنَةِ غَيْلَانَ؛ فإنَّها تُقْبِلُ بأَرْبَعٍ، وتُدْبِرُ بثَمانٍ، وقالَ النَّبيُّ ﷺ: لا يَدْخُلَنَّ هَؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ. [وفي رِوايةٍ]: وهو محاصر الطائف يومئذٍ.

الراوي: أم سلمة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (٤٣٢٤)

অর্থ উম্মু সালামাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা) থেকে বর্ণিতঃ

আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে নবীজী (সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম যে, সে (হিজড়া ব্যক্তি) 'আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়া (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু)- কে বলছে, হে 'আবদুল্লাহ! কী বল, আগামীকাল যদি আল্লাহ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গাইলানের কন্যাকে নিয়ে নিও। কেননা সে (এতই কোমলদেহী), সামনের দিকে আসার সময় তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উম্মু সালামাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা) বলেন] তখন নবীজী (সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এদেরকে তোমাদের কাছে ঢুকতে দিও না। [৭৫] ইবনু উয়াইনাহ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বর্ণনা করেন যে, ইবনু জুরাইজ (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেছেন, হিজড়ার নাম ছিল হীত। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৩২৪)

وجاء في المسلم رقم (٢١٨١)(٥٥٨٤)

عن عائشة رضي الله عنها قالت كانَ يَدْخُلُ على أَزْواجِ النبيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ فَكانُوا يَعُدُّونَهُ مِن غيرِ أُولِي الإرْبَةِ، قالَ فَدَخَلَ النبيُّ ﷺ يَوْمًا وَهو عِنْدَ بَعْضِ نِسائِهِ، وَهو يَنْعَتُ امْرَأَةً، قالَ: إذا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بأَرْبَعٍ، وإذا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بثَمانٍ، فَقالَ النبيُّ ﷺ: أَلا أَرَى هذا يَعْرِفُ ما هاهُنا لا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قالَتْ: فَحَجَبُوهُ.

الراوي: عائشة أم المؤمنين • صحيح مسلم (٢١٨١) (٥٥٨٤)

'অর্থ আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, এক হিজড়া, নবীজী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সহধর্মিণীগণের নিকট প্রবেশ করত। মানুষজন তাকে বুদ্ধি জ্ঞানহীন হিজড়াদের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। বর্ণনাকারী বলেন, নবীজী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন গৃহে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি ওনার কোন এক স্ত্রীর নিকট ছিল আর তিনি (স্ত্রী) এক মহিলার (দেহ সৌষ্ঠবের) বর্ণনা দিয়ে বলছিল- 'যখন সম্মুখে অগ্রসর হয় তখন চার (ভাঁজ) নিয়ে অগ্রসর হয় এবং যখন পশ্চাতে ফিরে তখন আটটি নিয়ে ফিরে যায়। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সাবধান! এ তো দেখছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝে শুনে। সে যেন তোমাদের নিকট কখনো প্রবেশ না করে। তিনি [আয়িশাহ (রাঃ)] বলেন, তারপর তারা তার থেকে পর্দা করতো। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৫৮৪)

وجاء في فتح الملهم: (٩ ٣٣٤ و ٣٣٥) ج/١٠ ص/ ٢٤٦
قوله: (إن مختناً كان عندها) المخنث بكسر النون وفتحها، من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك. وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مخنث، سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل قال ابن حبيب المخنث هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. كذا في فتح الباري

وجاء في المسلم رقم (٢١٢٥)(٥٤٦٦)
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والْمُسْتَوْشِماتِ، والنّامِصاتِ والْمُتَنَمِّصاتِ، والْمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ قالَ: فَبَلَغَ ذلكَ امْرَأَةً مِن بَنِي أَسَدٍ يُقالُ لَها: أُمُّ يَعْقُوبَ وَكانَتْ تَقْرَأُ القُرْآنَ، فأتَتْهُ فَقالَتْ: ما حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أنَّكَ لَعَنْتَ الواشِماتِ والْمُسْتَوْشِماتِ، والْمُتَنَمِّصاتِ والْمُتَفَلِّجاتِ، لِلْحُسْنِ المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللهِ، فَقالَ عبدُ اللهِ: وَما لي لا أَلْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ؟ وَهو في كِتابِ اللهِ فَقالَتِ المَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ ما بيْنَ لَوْحَيِ المُصْحَفِ فَما وَجَدْتُهُ فَقالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عنْه فانْتَهُوا﴾ فَقالتِ المَرْأَةُ: فإنِّي أَرى شيئًا مِن هذا على امْرَأَتِكَ الآنَ، قالَ: اذْهَبِي فانْظُرِي، قالَ: فَدَخَلَتْ على امْرَأَةِ عبدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شيئًا، فَجاءَتْ إلَيْهِ فَقالَتْ: ما رَأَيْتُ شيئًا، فَقالَ: أَما لو كانَ ذلكَ لَمْ نُجامِعْها غيرَ أنَّ في حَدِيثِ سُفْيانَ الواشِماتِ والْمُسْتَوْشِماتِ
الراوي: عبدالله بن مسعود - صحيح مسلم (٢١٢٥)(٥٤٦٦) صحيح

অর্থ আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
তিনি বলেন, মানুষের শরীরে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও চিত্র অঙ্কন প্রার্থিনী মহিলা, কপালে ভুরুর চুল উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটন প্রার্থিনী এবং সৌন্দর্য সুষমা বাড়ানোর জন্যে দাঁতর মাঝে (সুদৃশ্য)

ফাঁক সুষমা তৈরিকারিণী- যারা আল্লাহ্র সৃজনে বিকৃতি সাধানকারিণী- এদের আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন। বর্ণনাকারী বললেন, বানী আসাদ গোত্রের এক মহিলার কাছে হাদীসটি পৌঁছাল যাকে উম্মু ইয়া'কূব নামে ডাকা হয়। তিনি কুরআন পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.) নিকট এসে বললেন, সে হাদীসিটি কি ধরনের, যা আপনার পক্ষ থেকে আমার নিকট পৌঁছেছে যে, অবশ্য আপনি মানুষের শরীরে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কন প্রার্থিনী মহিলা ও ভুরুর পশম উৎপাটনকারিণী নারী এবং সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য দাঁতের মাঝে দর্শনীয় ফাঁকে সুষমা তৈরিকারিণীদের- যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধানকারিণী-এদের অভিশাপ করেছেন 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের অভিশাপ দিয়েছেন, আমি সে ব্যক্তিদের অভিশাপ দিব না? অথচ তা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে। অতঃপর মহিলা বললেন, মাসহাফের (আল-কুরআন) এর দু' বাঁধাই কাগজের মধ্যবর্তী (আদ্যোপান্ত) সবটুকু আমি পড়েছি, তাতে আমি কোথাও কিছু পাইনি। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যদি (গভীর অভিনিবেশ সহকারে) তা পড়তে, তাহলে অবশ্যই তুমি তা পেতে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عنْه فانْتَهُوا "আর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের নিকট যা কিছু নিয়ে আসছেন তা ধরে রাখো এবং তিনি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন, তা তেকে দূরে থাকে"- (সূরা আল-হাশর ৫৯:৭) মহিলাটি বললেন, আমি নিশ্চিত যে, আপনার স্ত্রীর মধ্যে এর কোন বিষয় এখন গিয়ে দেখতে পাব। তিনি বললেন, তুমি যাও দেখো আছে কিনা। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর মহিলা 'আবদুল্লাহ (রাঃ) এর স্ত্রীর নিকট গেলেন, তবে কিছুই দেখতে পাননি। তারপর তিনি তার (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের) নিকটে ফিরে এসে বললেন, কিছুই দেখতে পেলাম না। বর্ণনাকারী বললেন, শোন! যদি সে রকম হতো তাহলে আমরা সহবাস করতাম না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৪৬৬)

وجاء في فتح الملهم: (فتح الملهم ج/١٠ص/١٦٩)

قوله : (المغيرات خلق الله) إشارة إلى قوله تعالى في (سورة النساء: ١١٨ و ١١٩) حكاية عن قول الشيطان : لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضلنهُمْ وَلَأُمنيَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فليكُنَّ اذان الأَنْعَامِ وَلا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيرنَ خَلْقَ الله) وفيه تصريح بأن الوصل والوشم والنمص وغيرها من جملة تغيير خلق الله الذي يفعله الإنسان بإغواء من الشيطان، والذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد

وجاء في فتح الملهم في موضوع آخر : (ج/١٠ص/١٦٩)

والحاصل : أن كل ما يفعل في الجسم من زيادة أو نقص من أجل الزينة بما يجعل الزيادة أو النقصان مستمراً مع الجسم وبما يبدو منه أنه كان في أصل الخلقة هكذا فإنه تلبيس وتغيير منهي عنه. وأما ما تزينت به المرأة لزوجها من تحمير الأيدي، أو الشفاء أو

العارضين بما لا يلتبس بأصل الخلقة، فإنه ليس داخلاً في النهي عند جمهور العلماء. وأما قطع الإصبع الزائدة ونحوها فإنه ليس تغييراً لخلق الله، وإنه من قبيل إزالة عيب أو مرض، فأجازه أكثر العلماء خلافاً لبعضهم

وجاء في السنن لأبي داود رقم (٤١٧٠)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا وَالْوَاشِمَةُ الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلاَنَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا أخرجه أبو داود (٤١٧٠)

অর্থ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, কোন অসুস্থতা ছাড়া যেসব নারী পরচুলা তৈরী করে, যে নারী তা ব্যবহার করে, যে নারী ভ্রুর চুল উপড়ে ফেলে এবং যে নারী দেহে উল্কি অংকন করে তাদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, (الواصلة) শব্দের ব্যাখ্যা হলো, যে নারী অন্য নারীর চুলের সাথে কৃত্রিম চুল সংযোজন করে। অর্থ হলো, (المستوصلة) যে নারী এরূপ কৃত্রিম চুল ব্যবহার করে। (النامصة) অর্থ যে নারী সরু করার জন্য ভ্রুর চুল উপড়িয়ে দেয়, (المتنمصة) অর্থ হলো, যে নারী এ কাজ করায়। (الواشمة) অর্থ হলো, যে নারী চেহারায় সুরমা বা রঙের কালি দিয়ে চিত্র অঙ্কিত করে। (المستوشمة) অর্থ হলো যে নারী এ কাজ করায়।(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪১৭০)

وجاء في بذل المجهود : (بذل المجهود ج/١٢ص/١٩٧)

قلت قول أبي جعفر الطبري عندي غير موجه فان الظاهر أن المراد بتغيير خلق الله أن ما خلق الله سبحانه وتعالى حيوانا على صورته المعتادة لا يغير فيه لا أن ما خلق على العادة مثلا كاللحية للنساء او العضو الزائد فليس تغييره تغيير لخلق الله

وجاء في السنن الترمذي رقم (١٤٥٧)-(١٤٥٦)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ سنن الترمذي(١٤٥٦) أخرجه أبو داود (٤٤٦٢) والترمذي (١٤٥٦) وأحمد (٢٧٣٢)

অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা যে মানুষকে লূত সম্প্রদায়ের কুকর্মে (সমকামিতায়) নিয়োজিত পাবে সেই কুকর্মকারীকে এবং যার সাথে কুকর্ম করা হয়েছে তাকে মেরে ফেলবে

(সুনান তিরমিজি হাদিস নং ১৪৫৬) সহীহ, ইবনু মা-জাহ (৩৫৬১)

وجاء في مسند أحمد رقم:(٧٨٥٥)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، وراكب الفلاة وحده

الراوي: أبو هريرة • أخرجه أحمد (٧٨٥٥)

অর্থ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসমস্ত পুরুষদের উপরে লানত করেছেন যারা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং ঐ সমস্ত নারীদের উপরে লানত করেছেন যারা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।(মুসনাদে আহমদ হাদিস নং ৭৮৫৫)

ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তন করার মানে হল আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা আর ইসলামী শরীয়তে অঙ্গহানি করা বা নপুংসক হওয়া বা অন্ডকোষ কেটে খাসি হওয়া সম্পূর্ণ হারাম ও না-জায়েজ কারণ এটা করার অর্থ হলো আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা।যেটা করার অধিকার কারো নেই। আর লিঙ্গ পরিবর্তন করা যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা এবং মানুষের নপুংসক হওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এজন্য সেটাও নাজায়েজ ও হারাম কাজ।

নপুংস বা খাসি হওয়ার বিধান

কোরআনুল কারীমের দৃষ্টিকোণ থেকে নপুংস বা খাসি হওয়ার বিধান।

ইসলামী শরীয়তে নপুংস হওয়া বা অন্ডকোষ কেটে খাসি হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম কাজ।

যেমন

সূরা নিসার ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেন,

فليغيرن خلق الله

অর্থ: (শয়তান বলল, আমি মানুষকে ওয়াসওয়াসা দিব) যাতে সে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন,

أن خصاء بني آدم مصيبة....... حرام بالاتفاق (ج/٦ص/٢٩٣)

এই নপুংসক বা খাসি হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হাদিস শরীফে নিষেধ করেছেন।বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেছেন তোমরা রোজা রাখার দ্বারা খাসি হও।

بخاري رقم (٥٠٧٣)

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رَدَّ رَسولُ اللهِ ﷺ على عُثْمانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذِنَ له لاخْتَصَيْنا.

الراوي: سعد بن أبي وقاص • البخاري، صحيح البخاري (٥٠٧٣) صحيح البخاري (٤٧٨٦)

অর্থ সা'দ ইব্নু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উসমান ইব্নু মাজ'উনকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে যদি অনুমতি দিতেন, তাহলে আমরাও খাসি হয়ে যেতাম। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫০৭৩)

وجاء في المسلم (١٤٠٢)

رَدَّ على عُثْمانَ بنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ، ولو أُذِنَ له لاخْتَصَيْنا.

الراوي: سعد بن أبي وقاص • مسلم، صحيح مسلم (١٤٠٢) • صحيح

অর্থ: সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উসমান ইবনু মায'উন (রাঃ)-এর নারী সাহচর্য থেকে দূরে থাকার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যদি তাকে অনুমতি দিতেন, তবে আমরা নিজেদের খোজা হয়ে যেতাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে শরিফে ইঙ্গিত করেছে যে, লোকেরা নিজস্বে মতানুসারে খাসি হওয়াকে বৈধ জানতেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন অনুমতি না দিলেন তখন এর হারাম হওয়া প্রমাণিত হল। অতঃপর তারা নিজস্ব মত পরিত্যাগ করলেন। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সৎকর্মশীল উম্মাতের নীতি ও তরীকা এটাই যে, যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস পেয়ে যাবে তখন নিজেদের মত হোক বা কোন পীর, মুজতাহিদ বা ইমামের মত হোক না কেন তাকে সালাম জানিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের উপর 'আমাল করবে। আর যে ব্যক্তি এ নীতিতে বিশ্বাসী নয় সে সালফে সালিহীনের নীতির উপর নেই। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩২৯৫)

وفي المسلم أيضا

ما روى عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. رواه البخاري (٤٧٨٧) ومسلم (١٤٠٤)

অর্থ ক্বায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। আমরা বললাম, আমরা কি খাসী হব না? তিনি আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন। অতঃপর তিনি পরিধেয় বস্ত্র দানের বিনিময়ে আমাদের নির্দিষ্ট কালের জন্য নারীদের বিবাহ করার রুখ্সত দিলেন। অতঃপর 'আবদুল্লাহ (রাঃ) পাঠ করলেনঃ "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন, সে সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"- (সূরা আল মায়িদাহ্ ৫:৮৭)(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৩০১)

وجاء في شرح السنة (٤٨٤) مشكاة المصابيح (٧٢٤)

أنَّ عُثْمانَ بنَ مَظْعونٍ أتى النبيَّ ﷺ فقال: ائْذَنْ لنا في الاختصاءِ. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: ليس منَّا مَن خصى ولا اختَصى، إنَّ خِصاءَ أُمَّتي الصيامُ، فقال: يا رسولَ اللهِ، ائْذَنْ لنا في السِّياحةِ. فقال: إنَّ سِياحةَ أُمَّتي الجهادُ في سبيلِ اللهِ. قال: يا رسولَ اللهِ، ائْذَنْ لنا في التَرَهُّبِ. فقال: إنَّ تَرهُّبَ أُمَّتي الجلوسُ في المساجِدِ انتظارَ الصلاةِ.

الراوي: عثمان بن مظعون • شعيب الأرنؤوط، تخريج شرح السنة (٤٨٤)

وجاء في فتح الباري -ج/٩ص/١١٩

قال ابن حجر تعقيباً على هذه الأحاديث: والحكمة في منع الخصاء: أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك: لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل، فيقول المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي ﷺ.

)فتح الباري (٩ / ١١٩)

وجاء في عمدة القاري -ج/٢٠ص/١٠٢

قوله (ولو أذن له) أي لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الخصاء وكان التبتل من شريعة النصاري فنهي النبي ﷺ أمته ليكثر النسل ويدوم الجهاد

وفي مرقات المفاتيح (ج/٥ص/٢٠٤٢)

قال الراوى : (ولو أذن لـــه) : أي : العثمان في ذلك (لاختصينا) : أي : لجعل كل منا نفسه خصيا كيلا يحتاج إلى النساء . قال الطيبي : كان من حق الظاهر أن يقلل لو أذن لتبتلنا ، فعدل إلى قوله : اختصينا إرادة للمبالغة أي : لو أذن لبالغنا في التبتل حتى بالاختصاء ، ولم يرد به حقيقته لأنه غير جائز

قال ابن المنذر - رحمه الله في الإجماع " (ص ٧٨)
وأجمعوا: أن أحكام الخصي، والمجبوب، في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم: أحكام الرجال.
الإجماع " (ص ٧٨)

وفي المبسوط للسرخسي -(ج/١٥ص/١٣٤)
الخصاء محرم في الإسلام، وقد استدلّ الفقهاء على تحريم الخصاء بقول الله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} النساء/ ١١٩، جاء في المبسوط: "وفي الخصاء تأويلان؛ أحدهما: خصاء بني آدم فذلك منهي عنه، وهو من جملة ما يأمر به الشيطان، قال الله تعالى: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} [النساء: ١١٩]، والامتناع من صحبة النساء على قصد التبتل والترهب"(المبسوط للسرخسي (ج/١٥ص/١٣٤)

وفي الهندية (ج) ...../
وفي الفتاوى الهندية ما نصه: خصاء بني آدم حرام بالاتفاق، وأما خصاء الفرس فقد ذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه أنه لا بأس به عند أصحابنا، وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه حرام، وأما في غيره من البهائم فلا بأس به إذا كان فيه منفعة، وإذا لم يكن فيه منفعة أو دفع ضرر فهو حرام. كذا في الذخيرة.

وفي رد المحتار :(ج/٦ص/٣٨٨)
وأما الخصاء الآدمي فحرام بالاتفاق ....

দ্বিতীয়ত:
ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা এটা সমকামিতা বা কওমে লুতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং সমকামিতাকে সমর্থন করে আর ইসলামের শরিয়াহ মোতাবেক সমকামিতা বিলকুল নাজায়েস ও হারাম কাজ।
قال تعالى : وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ . إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
(لأعراف/٨٠- ٨٤)
(৮০) আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ?

(৮১) তোমরা কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষের কাছে গিয়ে থাক? (আর এটা তো কোনও স্বাভাবিক ব্যাপার নয়;) বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

(৮২) তার সম্প্রদায়ের উত্তর ছিল কেবল এই বলা যে, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক, যারা বড় পবিত্র থাকতে চায়।

(৮৩) পরিণামে আমি তাকে (অর্থাৎ লুত আলাইহিস সালামকে) ও তার পরিবারবর্গকে (জনপদ থেকে বের করে) রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রী ছাড়া। সে অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে শামিল থাকল (যারা আযাবের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

(৮৪) আর আমি তাদের উপর (পাথরের) প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং দেখুন, সে অপরাধীদের পরিণাম কেমন (ভয়াবহ) হয়েছিল। (আল আ'রাফ - ৮৪)

ব্যাখ্যাঃ

লুত (আঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা নবুয়্যত দান করে জর্ডান ও বায়তুল মুকাদ্দসের মধ্যবর্তী ছামূদের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য পাঠান। তারা আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামাত লাভ করার পর সমকামিতার ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহর আদেশে জিবরাঈল (আঃ) তাদের গোটা শহরকে উল্টিয়ে দেন । আল্লাহর আযাব আসার পূর্বেই লুত (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন ।

এই ব্যাপারে (কওমে লুতের) ব্যাপারে হাদীস শরীফে ভয়াবহ শাস্তি ও নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে:-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

- ✓ وروى الترمذي (١٤٥٦)
- ✓ وأبو داود (٤٤٦٢)
- ✓ وابن ماجه (٢٥٦١)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ثَلاثًا) وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند

- ✓ وروى أحمد (٢٩١٥)

- **إجماع الصحابة على قتل اللوطي:**

وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي ، لكن اختلفوا في طريقة قتله ، فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار ، وهذا قول علي رضي الله عنه ، وبه أخذ أبو بكر رضي الله عنه ، كما سيأتي . ومنهم قال : يرمى به من أعلى شاهق ، ويتبع بالحجارة ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه

- ✓ روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم زوجية :ص/٣٦٤

✓ زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم زوجية تحقيق شعيب الأرنؤوط: ج/ ٥ ص/٤٠

- **أقوال الأئمة :**

اتفق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، على تحريم اللواط في نظر الشرع، وعلى أنه من الفواحش العظام، بل إنه أفحش من جريمة الزنا، وإنه كبيرة من الكبائر، وذلك للأحاديث المتواترة في تحريمه، ولعن فاعله. ولكنهم اختلفوا في تحديد البينة على إثبات جريمته.

- **المالكية، والشافعية، والحنابلة-**

قالوا: إن البينة على اللواط مثل البينة على إثبات الزنا، فلا يثبت إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول، ليس فيهم امرأة، يرون الميل في المكحلة.

- **الحنفية-**

قالوا: إن بينة اللوط غير بينة الزنا، لأن ضرره أخف منه، وجنايته اقل من جنايته، حيث لا يترتب على اللواط اختلاط الأنساب، ولا هتك الأعراض فثبتت البينة بشاهدين فقط، فلا يلحق بالزنا إلا بدليل، ولم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة فبقي الحكم على الأصل مثل باقي الأحكام والشهادات

(الفقه على مذاهب الأربعة: ج/٥ص/١٢٥)

ফাতাওয়া প্রদানে,

ড. সাইয়্যেদ মুফতি মুহাম্মাদ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী ওয়া সিদ্দিকী (পীর সাহেব জৌনপুরী হুজুর)

ড. সাইয়্যেদ মুফতি মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসি ওয়া সিদ্দিকী
(পীর সাহেব জৌনপুরী)
আব্বাসী মঞ্জিল পাঠানটুলী, নারায়ণগঞ্জ।